W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 99 /WBHRC/SMC/2017

Date: 08 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Dainik Statesman' a Bengali daily dated 08.03.2017, captioned ' কামারহাটিতে ভাগাড়ের বর্জ্যের ধোঁয়ায় পড়াশোনা শিকেয়, মাঝপথে ছুটি দিতে হচ্ছে স্কুল'

The Member Secretary, West Bengal Pollution Control Board is directed to file a report by 10th April, 2017.

The Chairman, Kamarhati Municipality is also directed to furnish a report by 10th April, 2017.

8/3

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 08.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

কামারহাটিতে ভাগাড়ের বর্জ্যের ধোঁয়ায় পড়াশোনা শিকেয়, মাঝপথে ছুটি দিতে হচ্ছে স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ৭ মার্চ— কামারহাটি পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পাঞ্জা ভিলা এলাকায় রয়েছে ভাগাড়। সেখানে পুরসভার সমস্ত বর্জ্য ফেলা হয়। আর সেই বিশালাকার বর্জ্যের স্তূপকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে সমস্যা। সেখান থেকে আগুনের ধোঁয়া বেরোনোয় সমস্যায় পড়েছে ভাগাড়ের ৫০ মিটার দূরে অবস্থিত একটি স্কুলের পড়ুয়ারা। শিকেয় উঠেছে তাদের পড়াশোনা, পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়ায় মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হচ্ছে স্কুল। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষের। ফলে বিপাকে পড়েছেন স্কুলের পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা।

জানা গিয়েছে, পাঞ্জা ভিলায় রয়েছে শ্রী সরস্বতী স্কুল। মাধ্যমিক স্তরের ওই স্কুলে ৮৬৯ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ওই স্কুলেরই ৫০ মিটার দূরত্বে রয়েছে কামারহাটি পুরসভার ভাগাড়। কয়েক বিঘা জমির উপর বর্জ্য ফেলতে ফেলতে প্রায় ৪০-৫০ ফুট উঁচু হয়ে গিয়েছে বর্জ্যের স্তূপ। প্রায় এক মাস ধরে ওই বর্জ্যের স্তূপ থেকে একনাগাড়ে ধোঁয়া বেরোলেও তা নেভানোর জন্য প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। প্রশাসনের চরম উদাসীনতার কারণে সমস্যায় পড়েছে স্কুলের পড়ুয়ারা। বর্জ্যের স্তূপ থেকে বেরোনো ধোঁয়ার বিষাক্ত গ্যাসে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কেউ স্কুলের ভিতরেই ঘুমিয়ে পড়ছে তো কারওর কারওর হাঁপানির সমস্যা তৈরি হচ্ছে, যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্কুলের শিক্ষকরা। প্রধানশিক্ষক মহেশপ্রসাদ সিং বলেন, বিষাক্ত ধোঁয়ার গ্যাস স্কুলের ভিতরে ঢোকার ফলে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকি তারাও ওই গ্যাস সহ্য করতে পারছে না। প্রায় এক মাস ধরে একই অবস্থা রয়েছে। ওই গ্যাস সহ্য করে স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। বর্জ্য স্তূপের আগুন নিভিয়ে সেখান থেকে আর যাতে ধোঁয়া না বেরোয়, সেজন্য তাঁরা স্থানীয় কাউন্সিলর থেকে শুরু করে পুরপ্রধানের কাছে অভিযোগও জানান। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি।

তিনি আরও বলেন, সোমবার ধোঁয়ায় বিষাক্ত গ্যাসের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, কয়েকজন বাচ্চা ওই গন্ধে স্কুলের ভিতরেই ঘুমিয়ে পড়ে। যদিও তাদের কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি। তবে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হওয়ায় টিফিনের পরেই স্কুল ছুটি দিয়ে দিতে হয়েছে। প্রধানশিক্ষকের দাবি, পুরসভা দ্রুত বিষয়টির সমাধানে উদ্যোগী না হলে স্কুল চালানোই মুশকিল হয়ে যাবে। যদিও এ প্রসঙ্গে কামারহাটির পুরপ্রধান গোপাল সাহা বলেন, যখনই আগুন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে খবর পাওয়ামাত্রই দমকল পাঠিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে। তবে সেই আগুন যাতে না ছড়ায়, তার, জন্য পাকাপাকিভাবে একটি টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা সেখানে নেওয়া হয়েছে, যাতে সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে পুরবোর্ড যথেষ্ট চিন্তিত। আমরা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি সেখান থেকে। কিন্তু বিকল্প কোনও জমির সন্ধান না মেলায় স্তূপের পাহাড় জমছে। আর যত পাহাড় জমছে, সমস্যা তত বাড়ছে।